শ্রদ্ধাঞ্জলি
(অন্তরে রবে চিরদিন)

স্বর্গীয়া করবী মুখোপাধ্যায়
প্রয়াণ ৭ই এপ্রিল , ২০১৮

প্রয়াত করবী মুখোপাধ্যায় (সকলের প্রিয় করবীদি বা ফুইফুই) উনিশশো ষাটের দশকে জাপানে আসেন । প্রায় অর্ধশতক জাপানে বসবাস করেন । অনুবাদ, শিক্ষকতা, এবং দোভাষীর কাজ ছিল তাঁর মূখ্য পেশা ।

তিনি Tokyo University of Foreign Studies এ চাকুরী করেছেন । এছাড়া জাপানের বিদেশ মন্ত্রণালয়ে এবং আরো কিছু প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষার শিক্ষকতা করেন । জাপান পুলিস কর্তৃপক্ষের দোভাষী হিসাবেও কাজ করে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন । তিনি যৌথ প্রচেষ্টায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক কেনজি মিয়াযাওয়ার কিছু গল্পের বাংলা অনুবাদ করেন ।

Late Karabi Mukhopadhyaya (fondly referred to as Karabi-di or Fui Fui) came to Japan in 1960's. She lived in Japan for nearly five decades. She was mainly engaged in translation, teaching, and interpretation. She worked for Tokyo University of Foreign Studies. She was also an empanelled teacher in Ministry of Foreign Affairs, Japan., and few other language teaching organizations. Besides these she had vast experiences of judicial interpretation for the police department of Japan. Few years back she coauthored a compilation of Bengali translation of Kenji Miyazawa's short stories.

শ্রীচরণেষু করবীদি

- রুমা গুপ্ত

স্মৃতিবিজড়িত জিনিস জমিয়ে রাখার একটা বাক্স আছে আমার, যার মধ্যে আমাকে লেখা তোমার চিঠিও আছে । সেগুলোর মধ্যে কিছু চিঠির হয়তো উত্তর দেওয়া হয় নি । তবে আজ বসেছি লিখতে, যদিও জানি এ চিঠির উত্তর আসবে না কোনোদিন ।

তোমার সাথে প্রথম চাক্ষুষ দেখা হওয়ার দিনটির কথা পরিষ্কার মনে আছে আমার । ১৯৮৩ সালের ৯ই আগস্ট জাপানে আমাদের প্রবাস জীবন শুরু হয় দিদিভাই (শিউলী দাশগুপ্ত), বাবলুদা (কল্যাণ দাশগুপ্ত) এবং পান্ত ও কিকুর সাথে একই বাড়িতে । ১০ই আগস্ট বিকেলের দিকে শুনি বাড়ির বাইরের সিঁড়িতে পাখীর কিচিরমিচির আওয়াজ । দিদিভাই বলে উঠলেন, "ওই দ্যাখ, করবী আসছে" । দরজা খোলাই ছিল, তুমি এসে ঢুকলে, বয় কাট চুল, পরণে শাড়ি সামনে আঁচল টেনে কোমড়ে গোঁজা । তখন শাড়িই ছিল তোমার পোষাক । বুঝলাম পাখীর ডাকটা কোথা থেকে আসছিল । প্রথম দেখা, তবে তোমার সাবলীল ঘরোয়া আন্তরিকতায় মুহূর্তের মধ্যে আপন ক'রে নিয়েছিলে । তখন তুমি প্রায় প্রতিদিন আসতে আমাদের বাড়িতে । অতিথি অভ্যাগততে ভরা থাকতো সে বাড়ি, গভীর রাতের আগে সদর দরজা লক্ করা হোত না । রান্নাবান্না শেষ করার জন্য যখন সময়ের সাথে পাল্লা দিতাম আমি আর দিদিভাই, তখন তুমি চলে আসতে মুশকিল আসান হয়ে । চপ গড়ানোয় হাত লাগাতে । প্লেটে সুন্দর ক'রে স্যালাড কেটে সাজিয়ে দেওয়ার ভারটা তুমি নিজের কাঁধেই তুলে নিতে প্রতিবার । অবাক হয়ে দেখতাম ভাজার জন্য মেশিনে কাটার মত নিখুঁত ভাবে ঝিরি ঝিরি ক'রে আলু কাটতে । তুমি ছুরি দিয়ে শসা কেটে তরকারি বানাতে এমন যে লোকে পটলের ডালনা বলে ভুল করতো । তোমার পরিপাটি কাজ আর নৈপুণ্যের এমন আরও অনেক দৃষ্টান্তের গুণমুগ্ধ ছিলাম আমি, যেমনটি ভাল লাগতো তোমার সুন্দর হাতের লেখা আর শ্রদ্ধা করেছি তোমার বাংলা বানানের জ্ঞানকে । "অঞ্জলি" পত্রিকার প্রুফরিডিং-এ যার পরিচয় পেয়েছি বারবার ।

কথা হচ্ছিল অতিথি অভ্যাগত আর রান্নাবান্না নিয়ে । করবীদি, আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি যে অনেক গল্প ক'রে আসর জমাতে তা নয়, কিন্তু হাসির ফোয়ারা ছুটতো তোমার টুক্‌টাক্ মন্তব্যে । জাপান নয়, কলকাতার একটা ঘটনা মনে পড়ছে । স্কুল পড়ুয়া রনি'র সেবার কলকাতায় পৈতে দেওয়া হোল । তুমিও ছুটিতে তখন কলকাতায় । পুজো, পৈতে ইত্যাদি শেষ হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে তুমি আমাকে ডেকে বললে, "ছেলেটাকে খেতে দিস্ নি? ও ক্ষিধের চোটে মৌরি খাচ্ছে" । রনি সত্যিই ক্যাটেরারের গুছিয়ে রাখা বাটি থেকে মৌরি তুলে খাচ্ছিল । ক্ষিধের তীব্রতা বোঝাতে তোমার ওই দৃষ্টান্তের কথা ভাবলে এখনো খুব হাসি পায় । করবীদি, তুমি আড্ডার আসরে এক কোণায় বসতে চা সিগারেট ও কিছু পছন্দসই স্ন্যাক্স নিয়ে, পরবর্তীকালে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল বিয়ার । খাওয়ার মধ্যে চা-সিগারেটই প্রধান, আর যা খেতে তা সামান্য । সামান্য ঘুম । অথচ কি অসম্ভব কর্মঠ ছিলে তুমি তখন, সারাদিন প্রচন্ড পরিশ্রমের পরও চনমনে টগ্‌বগে । এই প্রাণশক্তির উৎস কী ছিল করবীদি? হয়তো বা উৎস ছিল তোমার তখনকার দারুণ ইতিবাচক মন, সহ্যশক্তি আর সবের মধ্যে থেকে কিছু না কিছু আনন্দ খুঁজে নেওয়ার অভ্যেস । মনে পড়ে তোমার সবসময় খুব প্রিয় ছিল একান্তে বসে ছোটবেলার গল্প করা । কত রকম গল্প । তোমার আর ভাইয়াদার একসাথে মিলে দুষ্টুমি করার গল্প । ন'দির বন্ধু বিভাদিকে তো গল্প শুনে শুনেই চিনে ফেলেছিলাম । তোমার সাথে নিরিবিলি আড্ডা দেওয়ার একটা সুন্দর সুযোগ হয়েছিল বছর কয়েক আগে ২রা জানুয়ারী তোমারই বাড়ির কাছে এক রেস্টুরান্টে যা চিরকাল আমার সুখস্মৃতি হয়ে থাকবে । তোমার গল্পের ঝুলিতে পরে যুক্ত হয়েছিল জাপানের অভিবাসন দপ্তর ও পুলিশে তোমার দোভাষী হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতার কথা । আমি বলতাম, "করবীদি লিখে ফ্যালো । কয়েক খন্ডের বই হয়ে যাবে" । তুমি বলতে, "ইচ্ছে তো করে, কিন্তু আঙুলের কি দশা দেখেছিস, বেঁকে গেছে" ।

তা ঠিক । শুধু আঙুল নয়, শরীরে আরও কত যন্ত্রণা নিয়ে কাটিয়েছ তুমি । সহ্য করেছো পর পর অপারেশনের কষ্ট । প্রমাণ দিয়েছ অপরিসীম সহ্যশক্তি আর মনোবলের । কয়েক বছরের মধ্যে তোমার প্রচন্ড প্রাণশক্তি আর পরিশ্রম করার ক্ষমতা কমে আসতে দেখলাম চোখের সামনে । যে তুমি এক সময় হাঁটতে এমন গতিতে যে অন্যদের প্রায় দৌড়ে পাল্লা দিতে হোত, সেই তোমাকে দু এক পা চলার জন্য পরে প্রাণান্তকর কষ্ট সহ্য করতে হোত । আমাদের দুর্গাপূজায় বহু বছর পর্যন্ত নিমন্ত্রণ জানিয়ে প্রত্যেক পরিবারের নামে নামে নিজে হাতে কার্ড লিখে পোস্ট করতে তুমি । পুজোর দিন সকালে হল'এর দরজা খোলার অনেক আগেই পৌঁছে যেতে, সারা দিন কত কাজ করতে । সেই তোমাকে যে বছর লক্ষ্য করলাম হল'এর এক কোণায় চেয়ারে বসে আছ চুপচাপ, মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল । অবস্থা এতটা খারাপ হয়ে পড়ার আগেও তুমি সবকটা রিহার্সালে উপস্থিত থাকতে, হুইসিল্ বাজিয়ে উৎসাহিত করতে । যত দিন সম্ভব হয়েছে বাঙালিদের সব অনুষ্ঠান ও সমাবেশে তুমি অভিভাবকের মত উপস্থিত থেকেছ । সমাজ ও সম্প্রদায়ের প্রতি এমন কর্তব্যবোধ ক'জনের থাকে?

এই কর্তব্যবোধই তোমাকে চালিত করতো সবার সাথে যোগাযোগ রাখতে, সবার খোঁজখবর নিতে তা সে জাপানেই হোক বা অন্য কোনো জায়গায় । এবছর মার্চ মাসে কলকাতায় তোমার সাথে দেখা ক'রে যখন ফিরছি, তুমি বলেছিলে, "টুনিয়া, মাঝে মাঝে ফোন করিস্" । কথা দিয়েছিলাম করবো, কিন্তু সেই কথা আর রাখতে না পেরে অপরাধবোধে বিদ্ধ হচ্ছি । করবীদি, তুমি আত্মীয় আর অনাত্মীয়ের মধ্যে পার্থক্য করোনি । কিন্তু তোমার ঔদার্যের প্রতিদান দিতে পারলাম কই ।

সম্প্রতি কাওয়াসাকি থেকে হোদোগাইয়া চলে এসেছি আমরা । জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে বেরিয়ে এসেছে তোমার ব্যবহার করা একটা অ্যাশট্রে । 'এটা রেখে আর কী হবে' মনে ক'রে ফেলেই দিচ্ছিলাম । তারপর কি ভেবে সঙ্গে নিয়ে এসেছি । বাড়ির উল্টো দিকে পর পর কয়েকটা দোকান । একদিন লক্ষ্য করলাম সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে সিগারেট বিক্রির পুরনো ধাঁচের ছোট দোকান । অ্যাশ্‌ট্রেটাও সঙ্গে এসেছে, আছে খাওয়ার ঘরের সাথে এক চিলতে ছাদ । তুমিও যদি এখানে থাকতে এই ছাদই হোত তোমার সিগারেট খাওয়ার জায়গা ।

উপকরণ সবই আছে, নেই শুধু তুমি । আছে দীর্ঘ ৩৫ বছর ধ'রে গড়ে ওঠা সম্পর্কের অজস্র স্মৃতি । প্রিয়জনের মৃত্যু প্রসঙ্গে তুমি বলতে, "কোথাও চলে যায় না ওরা, আমাদের মনের মধ্যেই বেঁচে থাকে চিরকাল" । এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিলে ভোলা'র (ভোলানাথ পাল) মৃত্যু প্রসঙ্গেও ।

করবীদি, তোমাকেও সায়োনারা বলবো না, কারণ তুমিও আমাদের মনের মধ্যে বেঁচে থাকবে চিরকাল । প্রণাম নিও ।

ইতি রুমা ।

তোমার পরশ আসে.......কখন কে জানে

- মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)

করবীর কথা ভাবতে বসে কবে কোথায় ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল চিন্তা করতে করতে মনে পড়ে গেল ১৯৭০ সালের কথা । সেটা দুর্গাপুজার সময় । এখানেও শরতের আকাশে মেঘের ভেলা । সাদা কাশফুলের মেলা এদিকওদিক । শিউলিফুলের গন্ধ ভেসে আসে সাত-সমুদ্রের ওপার থেকে । চারদিকে পূজোর পরিবেশ মনটাকে উদাস করে দেয় । উন্মনা মন দেশের আপনজনদের কাছে ফিরে যেতে চায় ।

তখন টোকিয়োতে হাতেগোনা বাঙালী তাই পূজোর কোনও পাটও নেই । পূজোর সময়টাকে ঘিরে সেই হাতেগোনা ক'জন বাঙালীদের বাড়িতে বাড়িতে একসঙ্গে জড়ো হয়ে খাওয়া-দাওয়া আর গল্পগুজব করা অনেকটা রেওয়াজের মত ছিল তখন । হইচই করে দেশমুখো মনটাকে একটু ভুলিয়ে রাখা আরকি!

সেদিনও এক বাড়িতে আমরা সবাই জুটেছি । সে বাড়িতে তখন এক পারিবারিক বন্ধু করবী ছুটি কাটাতে জাপানে বেড়াতে এসেছে । এখানেই পরিচয় হয় ওর সাথে । এখনকার টোকিয়োর বাঙালীরা করবীর যে চেহারা দেখে অভ্যস্ত, তার থেকে অনেকটাই আলাদা ছিল তখন ও । ছিপছিপে সাধারণ বাঙালী চেহারা । সাদা শাড়ী পরা । চোখে দামি ফ্রেমের চশমা, কাঁধ অবধি কার্ল করা চুল । বেশ আধুনিকা আর স্মার্ট । কথাবার্তায় কোন আড়ষ্টতা নেই । প্রথম আলাপেই মনে হোল কতদিনের পরিচয় আমাদের । সেই পরিচয় থেকে আস্তে আস্তে বন্ধুত্ব । আমাদের দুজনের বয়সটা কাছাকাছি হওয়াতে স্বভাবতই বন্ধুত্বটা গভীর হতে বেশি সময় লাগেনি ।

আমার তখন পিঠোপিঠি ছেলেমেয়ে- ২বছরের ছেলে, মেয়ের বয়স কয়েক মাস । তাদের রেখে বাইরে বেরোবার উপায় নেই । করবী বাচ্চা ভীষন ভালবাসতো সেকথা টোকিয়োর সবারই জানা । সেকারণে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতো আর বাচ্চাদের সঙ্গে হইহই করে যেত । আমার ছেলে বাড়িতে অপরিচিত কেউ এলে সহজে কাছে ঘেঁষতো না- একটা আঙুল মুখে দিয়ে দূর থেকে তার গতিবিধি লক্ষ করে তারপরে ঠিক করতো কাছে যাবে কি যাবেনা । কিন্তু করবীর ডাকে বিনাদ্বিধায় একবারেই ওর কাছে গেল অর্থাৎ ওকে খুব পছন্দ হয়েছে ।

টোকিয়োর বাচ্চাদের কাছে করবী 'ফুইফুই' নামেই বেশি পরিচিত । এই নাম আসলে আমার ছেলের দেওয়া । আমার স্বামী সিগারেট খেতেননা । আমার ছেলে ছোটবেলায় সিগারেট চিনতো না । একদিন করবীকে সিগারেট খেতে দেখেছিল । পরে একদিন করবী আমাদের বাড়িতে এসেছে, আমি তখন অন্য ঘরে কি একটা কাজে ব্যস্ত । ছেলে এসে আমার শাড়ীটা টেনে ধরে কি যেন বলতে চায় । ও তখন অত কথাও বলতে পারেনা সবটা ইশারা ইঙ্গিতে সারে ।। আমি জিজ্ঞাসা করি কি? মুখের কাছে আঙুল এনে ইশারাতে আস্তে আস্তে বলে 'ফুইফুই' । 'ফুইফুই' শুনে আমি একটু অবাক হয়ে ব্যাপারটা জানার জন্য বাইরের ঘরে এসে দেখি করবী । আমি করবীকে এই কথা বলাতে ও খুব হাসলো । খুব পছন্দ হয় নামটা । তারপর থেকে সব বাচ্চাদের কাছে 'ফুইফুই' নামেই পরিচয় দিতে ভালবাসতো ।

ও জাপানে বেড়াতে এসে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় । তাই আস্তে আস্তে কাজ খুঁজতে শুরু করে । তখন সকলেই যে যেমনভাবে পেরেছে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে । আমার স্বামীর বন্ধুদের বিভিন্ন গ্রুপ ছিল । কোন গ্রুপ ইংরিজি পড়তে চায়, আমাকে এসে বলে । কিন্তু তখন ছোট বাচ্চাদের রেখে নিয়মিত কোন কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলনা । তখন করবীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছি । আবার কোন গ্রুপ ছিল যারা ভারতীয় সংস্কৃতি, রীতি, প্রথা ইত্যাদি জানতে আগ্রহী । তখন ভারতবর্ষ বলতে এদের ধারণা ছিল 'খুব গরম' আর 'কারাই (ঝাল)কারি'র দেশ । তাই ভারতবর্ষ নিয়ে কিছু বলার ব্যাপারে আমারও খুব উৎসাহ ছিল । কিন্তু সবসময় যাওয়া সম্ভব হোতনা । সে'সব সময় করবীর শরণাপন্ন হয়েছি । তবে এদেশে এসে আমরা সবাই যে সমস্যার সম্মুখীন হই, সেই ভাষা সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে ওকেও । কিন্তু তার মোকাবিলা করতে নিজের চেষ্টায় ইউনিভার্সিটি থেকে জাপানী ভাষা শিখে পরে বিভিন্ন কাজে যোগ দিয়েছে ।

ইতিমধ্যে টোকিয়োতে দুর্গাপুজাও শুরু হয় । রান্নাঘরের দায়িত্ব নিজে থেকেই ঘাড়ে তুলে নিয়ে ওখানেই থাকতো । যদি কারুর ওকে দরকার হোত তবে রান্নাঘরেই ওকে পেতো । পুজোর দিনে বাচ্চাদের সামলানোটাও ওর একটা কাজ ছিল । যত দুষ্টু বাচ্চাই হোক ওর কথা শুনতো । এসব করতেই ভালবাসতো ।

অসম্ভব মনের জোর ছিল করবীর । শরীরের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও একমাত্র মনের জোরে কাজ করে গেছে যতদিন জাপানে ছিল । তারপর ফিরে গেল দেশে নিজের বাড়িতে । আর সেখান থেকে এমন এক দেশে যেখানে গেলে ফেরার ঠিকানা কারুর কাছে থাকেনা ।

আজ এমনভাবে পূজোর ম্যাগাজিনে ওর কথা লিখতে হবে মানে স্মৃতিচারণ করতে হবে কোনদিন ভাবতেও পারিনি । এখনও যেন মেনে নিতে পারিনা । আসলে আমরাতো কাছাকাছি বয়সের ছিলাম ওর এই হঠাৎ করে চলে যাওয়াটা বড় ধাক্কা দিয়েছে মনে । এখনও কেমন অবাক লাগে ।

...সে চলে গেল, বলে গেলনা । সে কোথায় গেল ফিরে এলনা...

যেখানেই আছো, ভাল থেকো করবী । সেই ১৯৭০ থেকে এতগুলো বছর কত সুখ দু:খের সাথী আমরা সেকথা ভুলবোনা কোনদিন । তুমি আছ, থাকবে আমাদের মনে, সবসময় । ■

ভরা থাক স্মৃতিসুধায়

- শিউলী দাশগুপ্ত

করবীর কথা বলতে গেলে মনে হয়, এই তো আসবে এক ব্যাগ ভর্তি ওয়াৎসু (snacks) নিয়ে পান্তু, কিকু, আর রণির জন্য । ও জানত কে কি পছন্দ করে । মহাত্মারা এবং শাস্ত্রে বলেছে – এ জীবন একটা নাটকের মঞ্চ, ভগবানপ্রদত্ত এই শরীর, অভিনয়ও করতে হবে তাঁরই পরিচালনায় । এই জীবনমঞ্চে করবীর সঙ্গে অভিনয় করে এসেছি প্রায় ৪৫ বছর ।

১৯৭৩ সালে আমরা দুজন, বড় মেয়ে এণিকা (পান্তু)কে নিয়ে তোওকিয়োতে এলাম । পান্তুর বয়স তখন ৫ বছর । নতুন জায়গা, বাবা-মা ছাড়া ওর পরিচিত কেউ নেই, ভাষাও জানে না, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব যাঁদের আদরে ওর প্রথম ৫ বছর কেটেছে তারা কাছে কেউ নেই । তার উপর জাপানী বাচ্চাদের সঙ্গে স্কুলে যাচ্ছে অথচ সেই ভাষা এক বিন্দুও জানা নেই । বাড়িতে কল্যাণ দাশগুপ্ত, আমার স্বামী খুব ভাল জাপানী জানেন, তাঁর কাছে জাপানী বন্ধুবান্ধবরা প্রায়ই আসতেন, আমরা চুপ করে

বসে অপেক্ষা করতাম কখন আমার স্বামী বলে দেবেন কি কথা হচ্ছে । রাস্তাঘাটে, দোকান বাজারে বাঙালীর দেখা পাওয়া তো দূরস্থান, ভারতীয়ও দেখা মিলত না । খাবারের অবস্থা তথৈবচ – সবই আমাদের অজানা । এখন ভাবলে অবাক লাগে এই জাপানী খাবার কি ভালো লাগে খেতে! মনে আছে ফুলের দোকান থেকে লঙ্কার সন্ধান পেলাম – ওরা ইকেবানা করে আর আমি কিনতাম খাবার জন্য ।

একদিন বিকেলে আমার স্বামী কাজের থেকে ফিরে বললেন, মিঃ চ্যাটার্জী ফোন করে এই রবিবার নেমন্তন্ন করেছেন বিজয়া সম্মিলনী হবে ওনাদের বাড়িতে । আমরা মেয়েকে নিয়ে গেলাম । পাঁচ ছ'টি বাঙালী পরিবার এবং কয়েকজন একাও এসেছেন । মিসেস চ্যাটার্জী (জয়শ্রী) আমাদের মেয়ের সঙ্গে ওর মেয়ে ও ছেলের আলাপ করিয়ে দিলেন । বাচ্চাদের ঘরেই করবীর সাথে প্রথম আলাপ । বয়কাট চুল, শাড়ী জড়ানো মহিলা সিগারেট খাচ্ছেন – প্রথমটাতে অদ্ভুত লাগলো, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই ও পান্তু আর তার মা'য়ের মন জয় করে নিল । বাড়ি ফেরার পথে ও বলল এই সপ্তাহেই ও আমাদের বাড়ি আসবে । মেয়ে তো বটেই আমরা দুজনে ততক্ষণে 'তুই' হয়ে গিয়েছি ওর কাছে । এরপর ও খুব তাড়াতাড়িই আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেল । করবী পান্তুর কাছে মাসি ও পিসি দুই-ই । এর মধ্যে পান্তুর বয়েস যখন সাত, তখন কিকু জন্মাল । করবীর পুতুল খেলা শুরু হল । কিকুকে ডাকতো কিকলু বলে, আবার কখনও ডাকতো কিকচান বলে । বাচ্চাদের পড়াশোনাতে তো সাহায্য করতোই – ওদের, বিশেষ করে পান্তুর গুচি (গোপনকথা)ও শুনত । ও আসলে বাচ্চারা খুব আনন্দ করতো । এইভাবেই ও আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গেল । তোওকিওতে বাঙালী পরিবার কম ছিল, আস্তে আস্তে কয়েকজন ছাত্র এবং ট্রেনিং নিতে বা চাকরির সূত্রে এসে পরল । করবী মাঝে মাঝেই আমাদের সাথে রাত্রি থাকত । একদিন রাত্রে গল্প করতে করতে আমি ও'কে বললাম সরস্বতী পুজো করলে কেমন হয়? পুজো কে করবে, এবং কোথায় হবে যখন ভাবছি তখন মনে হল সুদেব এসেছে, ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে । সুদেব তখন ছাত্র হয়ে এসেছে, এবং আমাদের বাড়িতে শনিবারের আড্ডাতে আসে । ওকে বলতে ও জানালো ওর বাবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে জানাবে । বলা বাহুল্য অনুমতি নিয়ে ও রাজী হয়ে গেল । পরের বছর থেকে আমাদের সরস্বতী পূজা শুরু হয়ে গেল ।

হল ভাড়া করা, বাজার করা, সবেতেই করবী থাকত আমাদের সাথে । বাঙালী এবং জাপানীরা আসত পুজোতে । ছোটখাট অনুষ্ঠানও হত । পুজোর আগের দিন সুদেব চলে আসত আমাদের বাড়িতে । আমাদের ভোগের রান্না শেষ হলে রান্নাঘর পরিষ্কার করে দিলে সকাল বেলায় সুদেব ঠাকুরের ভোগ নিজে হাতে রান্না করত, মিষ্টিও বানাত । এর মধ্যে গৌতম, রুমা রণিকে নিয়ে তোওকিয়োতে এসে গেল । সেই বছর

সরস্বতী পুজোয় করবী, রুমা আর আমি মিলে পুরো খিচুরি আর তরকারি বানিয়ে ছিলাম । পুজোর আগে চলে যেত সবার আগে । পুজোর হিসাব, চাঁদা তোলা সবকাজই একা করত । আগে ও পরে গোছানোর কাজ নিখুঁত ভাবে করত ।

করবীকে দেখে ভাবতাম এভাবে একা একা জীবন ওর ভাল লাগে কিনা । মুখে কখনও বলেনি ও একা, সবার বাড়ি যেত, বাচ্চারা ওকে খুব ভালোবাসত । মনে হয়, নিজের সংসার না থাকলেও আমাদের সকলের সংসার ওর সংসার হয়ে উঠেছিল । তোওকিয়ো-র বাঙালি ও জাপানিরাই ওর সংসার ।

আমাদের বাড়িতে আসলে রান্নাঘরে খুব সাহায্য করত, কিন্তু নিজে খেত অতি সামান্য । নিরামিষ তো খেতই তার মধ্যেও বাছাবাছি ছিল । চা, বিস্কুট, বাদাম খেয়ে দিনের বেলা চালাত । রাত্রে একটু ভাত, তার উপর লঙ্কাগুঁড়ো, সাথে ডাল আর ভাজা আর একটু পছন্দমত তরকারি । মোটামুটি জীবনীশক্তি পেত সিগারেট আর লঙ্কা থেকেই । আমার মনে হত সিগারেট কোম্পানিকে বলে দিলে ওর উপর ভাল একটা বিজ্ঞাপন তৈরি করতে পারে ।

এর মধ্যে আমরা চারবন্ধু মিলে একটা ক্যাটারিং এর ব্যবসা শুরু করলাম, নাম দিল আমার স্বামী –রান্নাগ্রুপ । মেনুকার্ডও তৈরি হল । আমাদের তিনজনের বাড়িতেই রান্না হত । যে পাড়ার কাছাকাছি অর্ডার আসত, সে বাড়িতে রান্না হত । আমাদের বাড়িতে রান্নার মশলা, ট্রে, ফয়েল, ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ করবী গুছিয়ে রাখত । আমার ছোটমেয়ে কিকু হওয়ার পর থেকেই আমি গাড়ি চালাতাম । তাই গাড়ি করে খাবার পৌঁছে দেওয়াতে কোনও অসুবিধা হত না । আমাদের গ্রুপে ছিল করবী, মঞ্জুলিকা, ইভু বৌদি (শহিদদার স্ত্রী) আর আমি । বৌদি মোগলাই রান্না দারুণ করতেন । মেনুতে সিঙ্গারাও ছিল এবং জাপানিরা ভালোওবাসত । করবীর কাজ ছিল গড়াবার । সব মাপমতো হত এবং উপর দিয়ে একটু লেবুও দিত । আমাদের খদ্দেররা ছিল জাপানী এবং এর মধ্যে টেলিভিশনের তারকারা এবং TV চ্যানেলের স্টুডিও থেকেও অর্ডার আসত । বো-নেন-কাই এবং Christmas এর সময় আমরা খুব ব্যস্ত থাকতাম – টেলিভিশানে কয়েকবার আমাদের রান্নাগ্রুপের ইন্টারভিউ হয়েছে । জাপানী ম্যাগাজিনও আমাদের কথা ছবিসহ ছাপিয়েছে । করবীর আরেকটা কাজ ছিল, মাঝে মাঝেই চা বানিয়ে বলত ইপ্পুকু (একটু বিশ্রাম) নে তারপর রান্না করিস । রান্নার ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা আর করবীর চুটকি আমাদের কাজে উৎসাহ দিত । ব্যবসার হিসাব ও রাখতো । অর্ডার পৌঁছে টাকার হিসাব করে লিখে সবাইকে প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিত ।

করবী মুখার্জী – সকলে তাকে কিভাবে ডাকত, সেই কথায় আসি । বেশির ভাগ বাঙ্গালিরা ডাকত করবী বা করবীদি, কারাবি সান, মুকারজী সান ছিল জাপানীদের জন্য । সব বাচ্চারা এবং বড়রাও কেউ কেউ ওকে

ডাকত ফুই ফুই বলে । এ নামটা দিয়েছিল মঞ্জুলিকার বড় ছেলে হিতোশি চান । কারণ ছিল, ও কারও বাড়িতে ঢোকার সময় একটা শিষ দিত এবং সিগারেট খেত – তাই বাচ্চাটি মনের মতো ঐ নামটি দিয়েছিল । তোওকিয়োতে বড় হওয়া বাচ্চাদের কাছে ফুই ফুই খুব প্রিয় নাম ।

তোওকিয়োতে ইতিমধ্যে বাঙালি আসতে শুরু করেছে – ভারতীয় ব্যাংক, ভারতীয় দূতাবাস এবং আমেরিকার বিভিন্ন কোম্পানী থেকে কাজে কিছু বাঙালি আসল । করবী আর আমি খোঁজ নিতে লাগলাম কে কি জানে- উদ্দেশ্য ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার । তোওকিয়োতে নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠান করা হল । করবী খুব ভাল গান করত – আমার স্বামী কল্যাণ দাশগুপ্তর সঙ্গে অনেকবার গান করেছে । প্রথম দিন থেকেই আমাদের দুজনকে তুই বলে সম্বোধন করেছিল, তাই ও ছিল আমার দিদি আর কল্যাণ ভাই ।

করবীকে প্রথম থেকে শাড়ি পরতে দেখতাম আচলটা জড়িয়ে । হাঁটতেও প্রচুর কষ্ট হত মনে হয় । আমি অনেকবার বলেছি শাড়ীর বদলে অন্য কিছু পরতে । জেদ ছিল অসম্ভব – রাজী হয়নি । একদিন রাত্রে আমাদের বাড়িতে বলল তোর একটা কামিজ দে তো, পরে দেখতে চাই কেমন লাগে – ও পরতেই ছবি তোলা হল । ছবি দেখে ও বলল বানাবোটা কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে আমি বললাম আজাদের স্ত্রী রেণুই বানিয়ে দেবে ।

আমরা অর্থাৎ রেণু, করবী আর আমি গাইগোদাইতে (তোওকিয়ো বিদেশি ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়) একসঙ্গে কাজ করতাম । অফিস ফেরত কাপড় কেনা হল আর রেণু ওর কয়েকটা কামিজ বানিয়ে দিল । ওর পোষাক তারপর ওটাই থেকে গেল ।

আমাদের বাড়িতে পার্টি হবে – রুমা আর আমি রান্নাতে লেগে গিয়েছি আর শেষের দিকে তিনটে চারটে নাগাদ করবী এসে যেত । এসেই হাত ধুয়ে চা বানিয়ে একসঙ্গে খাওয়া হত তারপর বলত মা'রা যা সেজেগুজে আয় । আমরাও তৈরী হতাম এবং এসে দেখতাম টেবিল সাজানো হয়ে গিয়েছে, আর সুন্দর করে স্যালাডও কেটে রাখা হয়েছে ।

দুর্গাপুজোও এবার শুরু হল – সুদেব অনুমতি পাওয়ার পর থেকে । ঠাকুরের মূর্তি পাওয়া গেল না, আমাদের বাড়ি থেকে দুর্গার ছবি নিয়ে তাকে সাজানো হল । রীতারাও তখন এসেছে, সবাই মিলে সাজিয়ে ফেললাম । কি আনন্দ তোওকিয়োতে দুর্গাপুজো হবে । হল'ও ভাড়া হল, আগের দিন গিয়ে সব ব্যবস্থা করে আসা হল । যথারীতি ও আগেই চলে গেল পুজোর জায়গায় । করবী থাকলে হল খোলা এবং প্রাথমিক কাজের কথা ভাবতে হত না ।

করবী আমাদের বাড়িতে একসময় রোজ আসত এবং খাওয়া দাওয়া করে ওকে পৌঁছে দিতাম । ও তখন থাকত শিনজুকুতে । সাধারণতঃ ওর গলির মুখে নামিয়ে দিতাম – একদিন কোনও কারণে গলির ভিতরে ঢুকতে হল – দেখি সাঙ্ঘাতিক জায়গা – পুরো পাতালপুরী, কেউ কেউ রাস্তাতেই শুয়ে আছে । জিগেস করলাম "তোমার ভয় করে না" উত্তর দিলো "নিকুচি করেছে, ওরা কি করবে, বড়জোর একটা সিগারেট চাইবে" । বাঙালি মেয়ের সাহস দেখে অবাক হলাম । পরবর্তী জীবনে ওর কাজ ছিল পুলিশদের সাথে – তারও সব মজার মজার গল্প বলত, শুনতাম ।

১৯৯২ সালে আমরা অর্থাৎ আমরা দুজনে মেয়েদের নিয়ে চলে এলাম আমেরিকায় । হঠাৎ-ই ঠিক হলো – ও আমাদের বাড়িতে ছিল তখন, ওকে বলতে ও বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর বলল এবার আমেরিকায় বেড়াব । সত্যিই ও আমাদের কাছে অনেকবার এসেছে – মেয়েদের বিয়েতে, বড় নাতির অন্নপ্রাশনেও এসেছে এবং একই ভাবে পাশে থেকে সাহায্য করেছে ।

আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল অসীম – ওর ফোনে বিশ্বের সব প্রান্তের বন্ধুদের খবর পেতাম । আরেকটা গুণ ছিল অসাধারণ তা হল ক্ষমা করার । কারোর উপর দুঃখ বা রাগ হলে অচিরে নিজেই মিটিয়ে নিত । অনেক অপমান এইভাবে মিটিয়ে নিয়ে শান্তি পেত ।

ওর সঙ্গে অভিনয়ের শেষ পর্ব ছিল দীয়ার (শ্যামল, রীতার মেয়ে) বিয়েতে । একসঙ্গে অনেক গল্পগুজব, খাওয়া দাওয়া হল । একবারও ভাবি

নি সেই আমাদের শেষ অভিনয় । ভগবান ওকে ওর সম্মান থেকে বঞ্চিত করেন নি । কারও সাহায্য ছাড়াই ও মুক্তি পেয়েছে ।

ও আমাদের মনের মধ্যে বিশেষ জায়গা করে গিয়েছে, যা ওর ভালোবাসা আর রসিকতায় পরিপূর্ণ ।

"ভরা থাক স্মৃতিসুধায় হৃদয়ের পাত্রখানি...... ।। "

「コロビ・ムカルジーさん」に捧ぐ

－神戸　朋子

またお会い出来る日がくると信じて過ごしていた日々の中に、突然の悲報が届き、信じられない思いだった。

二年前にインドに帰られてからは、近況を伝える長文のお手紙も頂き、「日本に行きたい」とのお元気そうな文章がしたためられていたので。

帰国されるその月まで、月に一回、タゴール歌曲の訳詩と「 শিশু ভোলানাথ 」の訳を見て頂いていた。姪御さんの結婚式に出席のため帰られ、「日本に戻ってきたら連絡致します」ということになっていたので、お待ちしていたのである。

「日本での滞在が長かったので、インドでの親族の方々とは疎遠になってしまった」と申され、日本での暮らしに愛着を抱いておられた。これからは、「日本でこのようなことをしたい」という抱負も語られていた。

一度（ひとたび）、タゴールの歌詞に触れられると、（日本での不安や悩み等）は一瞬のうちに消え失せ、タゴールの大きな世界の中へ吸い寄せられてゆかれるのを感じさせられた。

確かに、タゴールの歌は、人間の魂の言葉であり永遠なるものへの祈りの賛歌にあふれている。そして、インドの古代からの伝説や叙事詩や哲学や文化が根底にあり、永遠につづくロマンの世界や叙事詩の世界へ誘う魔力が秘められている。そしてコロビさんは幼少時代より、タゴールの思想や哲学に馴染み、一生を通して通奏低音のように流れ続け、血と肉となっておられた。それらが、コロビさんの心に力と希望を与え、障碍や束縛から自由にし、人生の目標なり道標となっていたことを、ひしひしと感じさせられた。

タゴールの詩は、言葉の意味だけは分かっても、その背景にあるインドの長い歴史に培われた哲学や文化を汲み取ることは難しい。それらがコロビさんには知識となって蓄えられており、生きた力となっていた。時折心に浮かぶ詩を朗読されては、目は空にはるか遠くへ思いを馳せるかのように、懐かしんでおられた。コロビさんにとって、尊敬し愛して止まぬタゴールの存在が、生涯を通して共に在るということが、羨ましく思われる瞬間であった。

又、コロビさんとは、「タゴール歌曲の夕べ」のコンサートの第５回に当る１９８９年から第２８回の２０１１年まで、ずっと日印交流の場を取り持って頂き、おかげで長きに渡って共に歩むことができた。在日ベンガル協会の皆様との交流も、掛替えのない宝となっている。

「　今や　私の時になった
　　旅立ちの　扉を開けてください
私は眺め、出会い、光と影とで過ごしました
　　それは　夢だと忘れさせてください
空は　はるかな歌で満ち、
　　こころは　目に見えない国へ惹かれる
はるかさよ、麗しさよ、心の恋人への道を教えてください
　　すべての覆いを取り去ってください　」

このタゴールの詩のように、この世とは比べようもない聖なる御方の住まうはるかな世界へ、旅立って行かれたように思う。

「　一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。
しかし、もし死んだなら、豊かな実を結ぶようになる。　」

という聖句の言葉のように、コロビさんは、日本の地に、タゴールの世界とベンガルの文化の種蒔いて下さった。その実が日本で結ばれるのを、現世を超えた、果てしなく広い世界から、見守っておられることと思う。

２０１８年8月１３日

শ্রদ্ধেয় フイフイコロビディ

〜敬愛なるコロビ先生へ〜

– 奥田　由香

お元気ですか

そちらでは、コルセットも要らなくなって、随分、体が楽になったことでしょう。

軽やかに、ほらスキップだってできるのよと、童心にかえって笑うあなたの横顔が見えます。

最後に別れたのは、四ツ谷の駅の橋の上だったのを覚えていますか？

DILAの新年会を、あなたは途中で抜け出してしまい、私は急いで降りて追いかけました、あなたに渡したかった靴下を握りしめて。それは、ひと足遅れのクリスマスプレゼントで、もう遅れるわけにはいかなかったのです。何で靴下かって、それは、私なりに色々考えたのです。だって、コロビディ、あなたは人にプレゼントするのは楽しげなのに、プレゼントを受け取るのがとっても下手でしたから。ゴムの柔らかな靴下なら、渋々でも受け取ってくれるだろうと思ったのです。案の定、あなたはいつもの口癖で、「なんで、バカだね」と言うので、私は無理やり、あなたの黒い小さなカートの中に押し込みました。橋の上で、そんなやり取りが、あなたとの最後になってしまうなんて。コロビディ、あの靴下は、少しは役にたったのかしら。

それから、私たちは、ほら、紙の辞書を一緒に作ろうと燃えていた時期もありました。ベンガル語と日本語の、CDでなく、紙媒体にこだわって。そうです、あなたは、何でも拘りというものがあって、正しくないものはダメ！正義と尊厳を重んじて、そのボーダーラインから少しでも外れると、コテンパでした。今だから言えますが、あなたは、とっても頑固なディディでしたよ。わかっています、私がこんな生意気なことを言っても、今ならあなたは許してくれるって。でも、私は今、あなたのその頑固さを思い出すだけで、涙が溢れてくるのですよ。それが、丸ごとのあなただったから。頑固な奥に、深い愛があったから。いつも、みんなのことを先に考えて、裏から支えてくれていました。あなたの優しさに触れなかった人はいません。私には、歌うことを、いつも励ましてくれましたね。「いいよ、どんどんやりなさい、ガンバレ、がんばれ」と。あなたの声が聞こえます。あの辞書を完成できなかったのは残念だったけれど、それは、失礼ですがあなたにも一つ原因があって、作業に入るまでの序章が長く、長く、いざ取り掛かる頃には、終わりの時間がきてしまっていたのですから。でもね、コロビディ、その序章こそ、私だけにくださった宝の時間でした。お転婆さんだった頃の思い出や、尊敬するお父様のお話や、特に愛するベンガル語や文学の話には花が咲きましたね。はたまたお世話になっているケアマネジャーさんには、厳しいお言葉も飛び出し、色々。あなたのストーリーは溢れ出したら、「jai hok、ところで」に辿り着くまで、まるで、絵解き歌、Potuaの物語りのようでした。私たちの紙の辞書は、幻となりましたが、あなたとそうして笑い、過ごした時間は、掛け替えがありません。

コロビディ、ところで、そちらでは、懐かしい皆さまと再会を果たされ、お忙しいことでしょう。奈良先生と笑顔で談笑されるお二人が光に包まれて、とても眩しいです。コロビディ、でも、あなたがいなくなったとは思っていません。迷った時には、あなたの笑顔か、あなたの雷か、いつもあなたを仰いでいます。どうか、諦めずに、ずっと今まで通り、私の、私たちのフイフイコロビディでいてください。

大丈夫、あなたの返信は、いつも心に届きます。ベンガル語のクラスもあなたの願いどおり、皆さんと頑張っています。

そうそう、いただいた朱色のペンのインクが切れてしまい、昨日、入れ直したところです。このペンを持つと、何かパワーを貰えるような気がするのです。

長くなりましたが、今日は、『オンジョリ』編集部の皆さんのお陰で、こうしてあなたと通信できて幸せでした。

大好きなコロビディ、アバル デカホベ。

感謝をこめて、由香より

追伸：宙に浮いた辞書をどうするか、あなたのメッセージを待ちたいと思います。 ■

কে যায় অমৃতধামযাত্রী

- ভাস্বতী ঘোষ (সেনগুপ্ত)

আমরা ২০০১ সালে জাপানে যাই ও ২০১৭ সাল পর্যন্ত ছিলাম । এই ১৫/১৬ বছরে করবীদির সাথে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় । করবীদির সম্বন্ধে লিখতে বসে এখন অসংখ্য স্মৃতি মনে ভিড় করে আসছে । প্রথম দেখা হয় ২০০১ সালের ১৮ই আগষ্ট রেংকোজি মন্দিরে --- নেতাজীর ভস্মকলসের পুজোতে । আমাদের দেখে এগিয়ে এসে নিজেই আলাপ করলেন এবং শ্যামলদা রীতাদি, গৌতমদা রুমাদি, জ্যোতির্ময়দা সীতাদি ও আরও অনেকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন । তার কিছু দিনের মধ্যেই ছিল নমস্তে ইন্ডিয়ার অনুষ্ঠান । সেখানে আবার দেখা । মা (আমার শ্বাশুরী মা) এসেছেন শুনেই বললেন বাড়ি আসবেন সুযোগ ক'রে । মা মঞ্জুলিকাদির সাথে ফোনে প্রায়ই গল্প করতেন । দেশ ছেড়ে এসেছেন, জাপানী ভাষা জানা নেই, তাই কথা বলার লোক খুঁজতেন, করবীদিকে পেয়ে তো খুব খুশী । যেখানে যাই অনুষ্ঠান হোত বা রিহার্সাল হোত, করবীদি অতি অবশ্যই উপস্থিত থাকতেন এবং বেশীর ভাগ সময়ই সর্বপ্রথম উপস্থিত হতেন । সময়ানুবর্তীতা করবীদির এক বিশেষ গুণ ছিল ।

তার পর থেকে করবীদি প্রায়ই বাড়ীতে আসতেন ও মা খুব খুশী হতেন । দুর্গাপুজোতে করবীদি রান্নার কাজে বা চা বানানোর কাজে সাহায্য করছেন এটাই প্রথম প্রথম দেখতাম, তাছাড়া আপ্যায়নও করতেন । সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে সীতাদি জ্যোতির্ময়দা দিল্লী ফিরে গেলেন । তাই তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানানো হোল । সেখানেও করবীদির সাথে দেখা । এরকম ছোটখাট ঘরোয়া জমায়েত অথবা অনুষ্ঠান থাকলেই অতি অবশ্যই করবীদি থাকতেন । সকলের সাথে যোগাযোগ রাখতে খুব ভালবাসতেন, ফোন করতেন অথবা দেখা করতে যেতেন । সমস্ত বাঙালীদের কাছেই তাই করবীদির এক বিশেষ স্থান আছে ।

করবীদির চরিত্রের এক বিশেষ দিক ছিল চূড়ান্ত মনের জোর । শত শারীরিক অসুবিধা ও বাধা সত্ত্বেও উনি নিজের কর্তব্যের অবহেলা করেননি । মেরুদণ্ডের অপারেশনের পর থেকে করবীদির হাঁটা চলা, বসা শোওয়াতে অসুবিধা শুরু হয়েছিল । কিন্তু করবীদি সেসব অগ্রাহ্য করে সব জায়গাতেই যেতেন । এই রকম মনের জোর খুবই বিরল । করবীদির সুমিষ্ট গলা, আমরা মাঝেমধ্যে গান গাইতে শুনেছি । আমাদের আগে যারা জাপানে থেকেছেন তারা তো নিশ্চয়ই করবীদির গান শুনেছেন ।

বাঙালীরা ছাড়াও করবীদির বেশ কিছু অবাঙালী এবং জাপানি বন্ধু ছিলেন । শ্রীমতী তোমোকো খাম্বে সান, আযুমা সেনসেই, নারা সেনসেই, ইউকা, সেৎসু ও আরও বেশ কিছু শ্রদ্ধেয় মানুষদের সঙ্গে করবীদির ঘনিষ্ঠতা ছিল । তাঁদের সকলের কথা বার বারই করবীদির কাছে শুনতাম । ভারতীয় দূতাবাসে যখন বাঙলা পড়াতে যেতেন তখন ছাত্রীদের বাঙলা গানও শিখিয়েছেন । বাঙালা ভাষাকে কিভাবে আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী করা যায় সেসব নিয়ে নানারকম ভাবনাচিন্তা করতেন ।

করবীদি আকাসাকার বাড়ীতে যখন ছিলেন তখন আমরা প্রায়ই একসাথে বেড়াতে যেতাম । এই রকম একটি বেড়ানোর কথা মনে পড়ছে । বিখ্যাত শিল্পী ওকাকুরা তেনশিনের সংগ্রহশালা ইবারাকি কেন'এ গেছিলাম, মা ও করবীদি সাথে ছিলেন । এছাড়া পিকাসো'র মিউজিয়াম দেখতে গেলাম । সেখানেও করবীদি সাথে । আমরা প্রায় প্রত্যেক শনি রবিবার বেরিয়ে পড়তাম ও অধিকাংশ সময়ই করবীদি সাথে থাকতেন । সারা রাস্তা গল্প শুনতে শুনতে বা গান শুনতে শুনতে যাওয়া হোত । ২০০৮ সালে আমি বায়না ধরলাম যে রথযাত্রা দেখতে যাব । তখন কাওয়াসাকিতে রথযাত্রা হোতনা, নিশিকাসাইয়ে হোত । সেবছর আবার আমার পা ভেঙেছিল, তাই তখন ক্রাচ দিয়ে হাঁটছি, বিশ্ব খুব একটা রাজী ছিলনা, করবীদি বললেন, "চল্, আমরা দেখে আসি কেমন হয় এখানে" । অতএব আমাদের যাওয়া হোল । দিয়া আমার সাথে সাথে থাকলো যাতে ক্রাচ নিয়ে পড়ে না যাই । ফেরার পথে করবীদি পুরীর গল্প, রথের গল্প, কলকাতার জিলিপি-পাঁপড় ভাজার গল্প আর উড়ে ঠাকুরদের গল্প শোনালেন । করবীদি যখনই আসতেন তখনই নানান গল্প শোনাতেন । আমরা আসার আগে জাপানে কোথায় কি হোত, কারা কারা ছিলেন, পুজো কিভাবে শুরু হোল ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ । এই ভাবেই অনেকের কথা শুনেছি । যাদের নাম খুব বেশী শুনেছি তারা হলেন শিউলীদি ও কল্যাণদা । ওনারা তখন আমেরিকায় । ওনাদের মেয়ের বিয়েতে করবীদি গেলেন । ওনাদের সাথে যে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল সেটা বোঝা যেত । করবীদি সকলের বাড়ী যেতেন ও যোগাযোগ রাখতে ভালবাসতেন । সুপর্ণারা থাকত হিরো'তে, করবীদির বাড়ীর সবচেয়ে কাছে । তাই ওখানে প্রায়ই যেতেন, আর আমিও ওদের বাড়ী প্রায়ই যেতাম । তাই ওখানেও করবীদির সাথে দেখা হোত । অর্পনের (সুপর্ণার ছেলে) সাথে আমাদের খুব ভাল সময় কাটত ।

আমাদের বাড়ী যখন আসতেন তখন আমি যদি রান্নাঘরে থাকতাম তাহলে করবীদি বলতেন, "দে, সব্জি কেটে দিই" । টেবিলে বসে সব্জি কাটতে কাটতে গল্প শোনাতেন । আবার অনেক সময় একসাথে বসে টেলিভিশানে সিনেমাও দেখতাম । একবার কথা প্রসঙ্গে জানতে পারলাম যে সৈয়দ মুজতবা আলীর সাথে করবীদের ঘনিষ্ঠতা আছে, করবীদি চাচা বলে ডাকতেন । আমি সেই শুনে বললাম যে আমি ওনার লেখা খুব ভালবাসি, অপূর্ব লেখেন । 'শবনম' বইটা খুব পড়তে ইচ্ছা করছে, কিন্তু আমার কাছে নেই । সেই শুনে কলকাতা থেকে করবীদি আমার জন্য 'শবনম' কিনে এনে উপহার দিলেন । বইটি আমার কাছে সযত্নে রয়েছে । করবীদির কাছে এত গল্প শুনেছি যে সেসব লিপিবদ্ধ করলে একটা গল্প-সংকলন হতে পারত । কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা আর হয়নি । আমি সেলাই করি জেনে নিজের সেলাই মেশিনটা আমাকে দিয়েছিলেন, কারণ তখন করবীদি আর সেলাই করতে পারছেন না হাতের জন্য । সেলাই, চিঠিলেখা এসবে খুব উৎসাহ দিতেন ও খুশী হতেন ।

নিপ্পন বেদান্ত সোসাইটি'র (রামকৃষ্ণ মিশন) প্রত্যেকটি মিটিংয়ে যেতেন, শেষের দিকে খুব সম্ভব আর পারতেন না । এছাড়া 'অঞ্জলি'র প্রুফ রিডিংয়ের কাজেও আসতেন । আকাসাকার বাড়ী ছেড়ে শেষের দিকে যে বাড়ীতে গেলেন সেটি আমাদের বাড়ী থেকে বহু দূরে ছিল, তাই যাতায়াত সহজ ছিলনা । তাছাড়া অপারেশনের পর থেকেই হাঁটাচলাতেও অসুবিধা হচ্ছিল যদিও করবীদি অগ্রাহ্য করতেই চাইতেন । অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বাধীনচেতা ও স্নেহশীলা ছিলেন । জাপানে প্রায় ৪৭/৪৮ বছর ছিলেন, তাই এটাই ওনার দেশ হয়ে গিয়েছিল । শুনেছি কলকাতায় গিয়ে ভাল লাগত না বলে বলতেন, "আমি জাপানে ফিরে যাব, তোদের দেশটা ভাল নয়" । তা আর হোলনা, করবীদি ৭ই এপ্রিল ২০১৮ সকলকে ছেড়ে পাড়ি দিলেন অমৃতধামের পথে । যদিও শারীরিক ভাবে ওনার সাথে আর দেখা হবেনা, কিন্তু উনি থেকে গেলেন আমাদের সকলের অন্তরে চিরদিনের জন্য ।

করবীদি, তোমাকে নিয়ে একটু স্মৃতিচারণা করলাম, রাগ কোর না, ভাল থেকো ও প্রণাম নিও ।

- ভাস্বতী

カラビさんとネイバリーの仲間たち

– ネイバリー

1999年12月31日深夜。私たちはインド・ジャイプルで新年を迎かえようとしていた。20世紀から21世紀への世紀の変わり目を悠久の大地インドで見ようと集まったメンバーであった。「私たち」とは、ムカルジ・カラビさんと日本人（男性2人、女性3人）の計6名のメンバーである。12月24日に日本を発ち、ムンバイ・アジャンタ・エローラを経てこの日ジャイプルに辿り着いた。砂漠の入り口の町でのカウントダウンは花火も上がり大いに盛り上がった。年明けてニューデリーでコルカタの実家に戻られるカラビさんと別れ帰国した、思いで深い旅であった。この旅の縁がカラビさんと私たちを繋ぎ、以降、今回の訃報に接するまで続いた。

ハードな旅であったが当時のカラビさんはまだお元気で、アジャンタの石窟寺院の崖の道も颯爽と歩かれていた姿が今でも思い出される。旅の途中では、インドの歴史や文化、人、シキタリなど丁寧に、時に厳しく教えてくださった。最初の到着地ムンバイではドービー・ガート（巨大な洗濯場）にも連れ行かれて、後に「日本人を最初にそういう所を案内するとは」と、知人に言われたと聞くが、何でも見せようという彼女らしいセレクトであったのではないだろうか。

帰国後、私たちはインド人と日本人は隣人＝ネイバーという意味を込め「ネイバリー」というグループを結成し、バウルの日本公演を計画した。インド本国や旅行会社との許可申請のやり取り、シャンティニケタンのバウルへの手紙のやり取り等、日本語、ベンガル語、英語全てを分かるカラビさんの助言なくしては公演まで辿りつけなかったであろう。なかでも、バウルの歌詞の意味を一つ一つ教えてくれ、日本人のバウル研究者を紹介してくれたのも彼女である。これらは単にtranslateでなく、異文化を同時に理解する彼女の立場、存在が大きく、今さらながら感謝の念が湧いてくる。

2002年の公演は無事成功を収め、特に沖縄公演が印象深い。私たちもカラビさんも当時は仕事で日々忙しかったので旅行気分でのこの沖縄行きは、ことのほか楽しく、バウルと共にグラスボートに乗ったり、摩文仁の丘を訪れたりした。カラビさんは若い頃一度、沖縄を訪れたことがあり、二度目の訪問であった。インドと似た南国のせいか、いつになくリラックスされ、偏食の彼女が「ゴーヤは好き」とのことも初めて聞いた。

この公演の企画、実践を共にし、カラビさんという方は、自ら前面に出て多くを主張することはあまりしないが、一歩引いた所から、物事を俯瞰して見られる方、という印象を深くした。終始、凛とした姿勢は崩れることはないが、それが堅苦しいのではなく、お茶目な面も持ち、ユーモアも解する多彩な方であった。

以降も「英語教室」の講師をお願いし、グループでカラビさんから英語を教えてい頂いた。インドで教員免許を持つカラビさんは教えることにはたけ、ある種の情熱を持っていらした。ただ、私たちの英語があまり上達せず、教室はいつも、日印文化交流会の場と化し、そちらのほうの話は尽きなかった。この頃、ヒンドゥー教、インドの冠婚葬祭の事、法廷通訳の仕事など随分多くのことを聞かせて頂いた。また、日本の時事、歴史にも強い興味を持たれていて、鋭い質問を受けたりもした。

2009年の入院・脊椎管狭窄症手術の後から日常行動も仕事も制限され、随分辛い思いもされたことと思うが、律儀に耐えていらしたようだ。我慢強い方であったのだと今思う。

＊

1970年に33歳で単身、日本に来日され以降46年間、休暇の里帰りを除いては日本を生きる場として選択してきたカラビさん。70年代の日本といえば、まだ外国人の数も少なく、ご苦労も多々あったと思う。早期に日本の大学で日本語をマスターされベンガル語講師、法廷通訳等を務めながら、インドと日本の文化的・人的架け橋として尽力されたと聞く。

2016年、突然帰国の意思を聞いたときは衝撃だったが、いずれこういう時も来るのかと、心のどこかで予感もあったような気もする。でも、「また、必ず帰ってくるから」という言葉を信じ、願った。46数年間過ごした日本を発ち、インドへ帰らざるを得なかったカラビさんの無念と、「インドに訪ねて行きますよ」と言って果たせなかった私たちの思いは交錯したままだ。

長きに渡る日本での生活の整理も、あの時のカラビさんの身体には大変なことであったと思う。それを支えたのが須藤育子さんである。また育子さんはその後、コルカタのカラビさん邸を訪ね、その報告を私たちに送ってきてくれた。その一報が元気なカラビさんを知る、最後となった。

心よりご冥福をお祈りします。

ネイバリー
（佐藤加代、永井雅子、黒瀬富志夫ほか）

2002年　バウルと築地本願寺にて
向かって左側

In Memoriam: Fui Fui

- Moon Panda

I moved from Kolkata to Tokyo when I was three years old. Barely old enough to realize I was in a new country, what I missed most was having my extended family around. I was accustomed to having aunts and uncles, cousins, and various grandparents be a part of my daily life. Now, it was simply mom, dad, and me.

I don't recall exactly when I had first met Fui Fui, but every time I saw her, I felt nostalgic for home. To me, she was a friend, an honorary grandparent, and aside from my mom, one of the first female role models I had growing up. She was a smart, independent, and an extremely sociable lady. Fui Fui had this charm about her that drew both children and adults to gravitate towards her. When she would come to my house, she would strike up a conversation about the latest episode of Doraemon with me, while at the next second be seen discussing political differences between the Indian and Japanese governments with my parents.

However, I think everyone enjoyed Fui Fui's company most because she was a caring person. She knew that, like my family, many of us were lonely being away from home. Regardless of where we had come from, there was a part of us that was anxious about being in a new environment. She

always took initiative to get to know new members of our community, making sure to connect with us not only during our many celebrations but also regularly throughout the year. She made that extra effort to make us feel comfortable in a new country, and she never asked for anything in return. Fui Fui has been an integral part of our life in Tokyo. She will be dearly missed but never forgotten. ■

My Memories of Fui Fui

- Sneha Kundu, Grade X

I have known Karabi Aunty since I became part of the BATJ community, which was when I was born. But I never knew her as Karabi Aunty: I, along with most of the other kids in the community, knew her as 'Fui Fui'. Most of my fondest memories at Durga Puja, Saraswati Puja, or any BATJ meeting in general involved Fui Fui. From a very young age she fascinated me. She might have been older than most of the adults around, but she was still very playful, and really did seem like she had the heart of a child. One of my most memorable impressions of her was when my friends and I would be playing and we would be called for lunch or dinner, Fui Fui would lure us into the dining hall by purring like a cat. The way she knew what would attract kids made her stand out amongst all the adults.

Another one of Fui Fui's traits which I noticed and liked a lot was her knack for gift-giving. Every time my parents invited her over to our house she would bring the best presents for me, which I didn't know I needed until I had received them. She was also one of the only guests I liked having over at my house. Usually I disliked when my parents invited people that were not my friends to our house, but Fui Fui was an exception. Something about her made me eager to see her whenever I went to BATJ gatherings.

As I grew older, I started asking my mom why Fui Fui was in Japan alone. She had apparently come here for a vacation in her thirties and liked this country enough to stay, learn the language and culture, and get a job here. She was studying Japanese and working jobs simultaneously. Because of her hard work, she had been living an independent life in Tokyo since then. This inspired me to want to be like her when I grow up. Maybe in the future I would like to move out of Japan or India and live alone without having to rely on anyone else, but still have people around me that love me, like what Fui Fui had.

Though Fui Fui's body is gone now, her presence will always be remembered for all of the right reasons. I will always remember her as the kind, playful woman who has inspired me to be hardworking and independent. And we, the BATJ community, will never be able to forget a glorious person like her, especially after how much she has contributed to us. ■

Fui Fui in my life

- Ashmita Paul (Tias) 10yrs

Do you know the girl name Rupsha? That's me! I got that beautiful gift from Fui Fui when I was only 1 day old. She was the only one who called me by that name.

She became a part of our family from the very beginning. She used to come to stay in our house for many occasions. Whenever we had some programmes in our house, she was the first to come and help us in all possible things. Whenever my father had to go for business trip, she used to stay in our house for a long time to give us comfort. Those are very precious times we spent with her.

When I joined kindergarten, Fui Fui gifted me so many coloured pencils, pens and papers. Noticing my interest in toy cameras, she gifted me her own Polaroid camera, which I still have.

Fui Fui always encouraged me for my dance and piano performances. She always tried to attend in our programmes, and when she cannot, she always called us and inquired about the programme. I remember that 2 years back, in the Rabindra Jayanti programme when I was playing Rabindra Sangeet in my piano, she became overjoyed that she started singing with the tune. It was an amazing experience, and I must say that she was a very good singer, which few people know about that.

It was the biggest surprise in my 10th birthday (last year) to receive a beautiful birthday card from Fui Fui. Though she was so far from Tokyo, sitting in Kolkata, she never forget my birthday. Last year in December, I visited her place with Hiya, Rocket Dada and Tinni Didi, and when she saw us, she was overwhelmed with smiles. Though she had lots of physical difficulties, she put all her effort to make us cheerful. It was a memorable day for all of us, though unfortunately was the last get-together with her.

Fui Fui was always helpful to others, cheering the kids with smiles, and she will be with us forever. ■

Fuifui

- Nishant Chanda, Grade XII

Most of my friends were from school, family friends, or people from BATJ during my younger years. My vivid memories from childhood include, Durga Pujas, apple picking, a trip to Disneyland, many dinners, etc. and I remember seeing Fuifui in most, if not all these events. She was an embodiment of the BATJ spirit.

Although it's quite cliche, Fuifui was there from the time I was born. She's seen me through my infancy, adolescence, and into my teenage years. Although I have no memory of this, she visited me after my mother gave birth to me. I never had the opportunity to thank her for passing by, but I really appreciate the time she devoted towards me, for that day, and every other time she met me.

One seemingly random day, a decade before today, my family and Fuifui went to watch Madagascar, the movie. Although I don't remember the movie too well, I remember her saying funny things about the characters and calling me Alex from that day onwards.

Along with these occasional meetings outside the house, she came over many times. For a few months, she attempted to teach my naughty self written Bengali. She would have the lessons in such a way that I would look forward to her visiting again. One of these days, we came across Disney's Pedro. From then on my name changed from Alex to Pedro. For those unfamiliar, Pedro is a plane, who has a "Mama" and "Papa" as well.

The Bengali lessons died out after a while, and she would come over once every few months for tea. The stories she would say at the table were always very intriguing. Mostly, she would talk about happenings related to the Japanese police, as she worked there as an interpreter.

It would never feel like I hadn't seen her for a long time. Fuifui came to every Puja rehearsal, meeting, or get together. She would be there with her whistle overseeing the kids when the parents would say "baccha ra khete esho". She truly embodied the quote, "...people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel." Being around Fuifui was always an enjoyable experience full of laughter and I will miss that. ■

করবীদি

- বিশ্বনাথ পাল

একাই যুদ্ধ করে গেলে
সারা জীবন ভর,
সবাই তোমার কাছের মানুষ
নেইতো আপন পর ।
তবু... মনের মানুষ কেউ হলোনা
একলা দিলে পারি,
কি অভিমান বুকের মাঝে
লুকিয়েছিলে ভারী ।

আমরা সবাই তোমার কাছে
তুই তোকারির ছলে,
স্নেহ ভালোবাসার পরশ
পেয়েছি প্রতি পলে ।
যখন যেথায় ডাক পড়েছে
সবার আগে তুমি,
পৌঁছে গেছো...দায় নিয়েছ
হয়েছো উদ্যমী ।

তোমার কাছে গল্পছলে
শুনেছি কত কথা,
দীর্ঘ প্রবাস জীবন তোমার
কতই না অভিজ্ঞতা ।
হরেক রকম মজার কথায়
ভরা তোমার ঝুলি,
তবু হয়নি শোনা কেমন করে
কেটেছে সন্ধ্যেগুলি ।
যখন তুমি কাজের শেষে
ফিরেছ একলা ঘরে
কেউকি কোথাও রয়নি বসে
তোমায় মনে করে?

এমন আরো অনেক কথাই
হবে না আর জানা,
তুমি এখন নীল আকাশে
মেলে দিয়েছ ডানা ।
পারি দিলে তেপান্তরের
কোন সে নিরুদ্দেশে,
জানি ঠিক পৌঁছে গেছো
সব পেয়েছির দেশে ।।

সখ্যতা (করবীদি তোমায় ভালোবেসে)

- সুদীপ্তা রায়চৌধুরী

সখ্যতার কোনো বয়স হয়না-
চশমার কাঁচ, বীয়ারের ক্যান,
সিগারেটের ধোঁয়া মোড়া স্মৃতি
বার বার এঁকে দেয় সেই মুখ সেই হাসি
ধীর পায়ে চলে যাওয়া গতি ।

সখ্যতার কোনো বয়স হয়না-
কত কথা কত গান,
সদ্য নেওয়া অপরাধীর বয়ান
কিম্বা নৃত্যনাটক শ্যামা-
আড্ডামুখরিত সন্ধ্যেরা-
আর তারি ডানা ভর করে
স্নিগ্ধ রাত্রির নামা-
আজ সেই দিনগুলো ঘুরে ফেরে
আলো-আঁধারির ওপারে
এপারে স্মৃতির জট, বিষন্নতার অনুভব
সখ্যতাই খুঁজে শুধু ফেরে ।

সখ্যতার কোনো বয়স হয়না-
তবু বয়স কেড়ে নেয় সখ্যতা
নিয়ে যায় কোন দুরে
অজানার ছায়াপথ ধরে
জীবনের আবর্তন নিজের নিয়মে ।
তার সাথে মিশে যাওয়া
সেই গান সেই স্বর যেন খুব চেনা-
"ওগো ডেকোনা মোরে ডেকোনা" ।
স্মৃতির রোমন্থন সখ্যতার অনুরণন
একবুক জল থই থই
শুধু তুমি ভালো থেকো
সব ব্যাথা পার হয়ে
আমাদের প্রিয় ফুইফুই ।

শ্রদ্ধাঞ্জলি
(স্মৃতিটুকু থাক)

স্বর্গীয় ভোলানাথ পাল
প্রয়াণ ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮

প্রয়াত ভোলানাথ পালের (ভোলা, ভোলাদা, বা পাল সান নামে বেশি পরিচিত) জন্ম ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বনগাঁতে । তিনি আই আই টি খরগপুর থেকে ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড কম্যুনিকেশন্স এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন । কর্মজীবনে তিনি বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানী Motorola-র জাপানের সফটওয়্যার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে বহাল হন । এর কয়েক বছর পর ভারতে ফিরে গিয়ে তিনি Srishti ESDM নামে একটি স্টার্ট আপ কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন । এই প্রতিষ্ঠানটি Digital India নামক সরকারী কর্মসূচীর সংশ্লিষ্ট এক সম্মানিত উদ্যোগ দ্বারা নির্বাচিত প্রথম দশটি শ্রেষ্ঠ উদ্যোগের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় । এই কারণে ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট শ্রীযুক্ত প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রশংসা পত্রও লাভ করেন । IEEE র ব্যাঙ্গালোর শাখার শিল্পসংক্রান্ত বিভাগের সভাপতি, এবং কম্যুনিকেশন্স সোসাইটীর ভাইস চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন । এছাড়াও , আই আই টি খরগপুর, AA Bangalore, IITACB, , এবং Indo-Japan Chamber of Commerce এর সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন ।

Late Bholanath Pal (fondly called as Bhola, Bholada or Pal San) was born in Bongaon, West Bengal, India. He was an M.Tech in Electronics & Communication from IIT Kharagpur. He was the founding Managing Director of Motorola's software unit in Japan. After returning to India he founded Srishti ESDM, which was selected in top 10 startup for the prestigious Intel's Innovate for Digital India program. For this initiative, he also gained accolades from the then President of India Mr. Pranab Mukherjee. He held industry chair in IEEE Bangalore section and vice-chairman of communications society chapter, executive positions – IIT Kharagpur AA Bangalore, IITACB, and Indo-Japan Chamber of Commerce.

Digital Exhibition At Tokyo

At Rashtrapati Bhavan

Digital Trailblazer Award

Bholanath Pal (B.N. PAL)

- Sushmita Pal

Over the last 4 decades, BN Pal donned many hats: extraordinary pioneer, energetic entrepreneur, loving husband, inspirational father, and warm hearted friend. His sad demise will be regretted but his impact will remain long in the memory.

He was born in Bongaon, an unassuming village in West Bengal just a stone's throw away from the Bangladesh border. Many kids in the village idolize him, as he was the first person from his village to go to any IIT, namely IIT-Kharagpur for an M.Tech in Electronics & Communication.

During the pre-smartphone era, his leadership in developing India's own smartcard-payphones led to the famous STD/ISD booth concept that revolutionized the communication scenario of rural and semi-urban areas. Then, realizing the pain of accessing one's own money at the time, his next attempt was to bring 24x7 Banking to India by developing India's first Indigenous ATM through the concept of 'Swadhan'. After successfully setting up Motorola's software unit in Tokyo as the Founding MD, he came full circle after returning to India with a mission to serve the vast population of underprivileged India using emerging technology platforms like AADHAAR for direct benefit transfers that ensure subsidies reach to those that are entitled to it with zero leakage. Srishti ESDM, the name of the endeavor, was a top 10 startup for the prestigious Intel's Innovate for Digital India program, which culminated in him gaining accolades from President of India (at the time) Mr. Pranab Mukherjee.

BN Pal also consolidated himself as an industry thought leader by holding positions such as industry chair in IEEE Bangalore section and vice-chairman of communications society chapter , executive positions – IIT Kharagpur AA Bangalore, IITACB, , Indo-Japan Chamber of Commerce and Industries – to name a few.

From relative financial modesty to traversing countries like Japan, he truly lived up to his potential. His story should be seen as benchmark for other dreamers – nothing is beyond reach if you have the energy to apply yourself.

A true family man full of positive energy, he was friendly, gentle, kind, ethical and disciplined while maintaining an impeccable sense of humor.

His hobbies were gardening, golf, yoga, taking guests for trips long and short (especially on a short tour covering all the temples in near proximity to his Bangalore home).

While he is greatly missed by family members, relatives, friends and professionals, what cannot be denied is that he lived a full life. ■

At a Temple

A Meditation on Legacy

- Shoubhik Pal

When I think about 2018 so far as a whole, two specific days jump out. The first was February 2nd, which marked the midway point of my 20s (my 25th birthday, if that wasn't clear). If you round up (which most people do), I was closer to 30 than 20. Along with this came constant internal questioning about where I am and where I see myself going. This is around the age where you not only look at the future but start to look at the past with surgical analysis on what you could've done better. (No coincidence that I've started losing some hair recently - presumably over all this deliberation.)

Then came February 15th, when my dad, Bholanath Pal, suddenly passed away. Even today, a small part of me believes I'm living in a Kafkaesque nightmare, waiting for someone to wake me up to normality. People constantly speak about freezing time and retaining that elusive 'fountain of youth'. For me, the best part about 2018 is that it's going by really fast. After superficially getting over the shock and what his death entailed for me and my mother, I started to muse more and more about the vague concept of 'legacy'.

My father was born in Bongaon, a stone's throw away from West Bengal's border with Bangladesh. Within this inconspicuous hamlet, he established himself in its folklore by being the first person to go to IIT-Kharagpur. What stunned me when I went back there for his last rites was the amount of kids (mainly interested in engineering) who looked up to him as a barometer for their success. He achieved it all in his professional career, working for trendsetting organizations and gaining admirers from Mumbai to Tokyo.

All throughout my life, I've had to deal with comments from uncles and aunties who saw me merely at face value and claimed 'he's going to be as big as his dad' one day. I'll admit, in some instances, I got mildly annoyed at the sentiment only because it came from an intangible place. My father was a pioneer in electronics; I'm at a nascent stage in my advertising career. By logic, my aim should be to parallel the likes of David Ogilvy, Dale Carnegie and Steve Jobs. Comparing my present and future achievements to those of my father would've only made sense if I'd decided to pursue my fleeting flings with physics and computer science. Those relationships came to an end in 12th grade for the former, 10th for the latter.

In terms of trajectory too, there was no parallel for me to link. My father rose from rural settings to become a titan in his industry. I was born in privilege, able to experience the best in lifestyle and education because of how well-off he was. If his trajectory was to uplift himself from obscurity to supreme financial stability, is it my prerogative to elevate that to becoming uber rich, a .1%er? Do these questions even have a clear answer?

I slowly realized that such comparisons based on accomplishment have the ability to cripple my life if I let it. Instead, I delved into how he was as a person for inspiration. As most of you will allude to, he was an extremely vibrant personality and the epitome of pure energy. This quality was there even in his last days – he insisted on going to yoga everyday even when he was primarily breathing from an oxygen tank. He lit up every room he was in through his humorous personality and conviction of thought. What still astounds me, since I was privy to it at a personal level, was his discipline. He woke up daily to perfectly maintain our garden for years, delighting our guests by giving them fruits grown in it. And even though he had a tough exterior, he was infinitely kind, always willing to help out family and friends in any means necessary.

I then realized that legacy is easily misconstrued as merely an accumulation of one's professional achievements and the expectation of kin to match or one-up that. There's a reason Kevin Spacey won't be looked at in history well even though he is objectively a once-in-a-generation thespian. What made my father unforgettable was how he matched his achievements with his unique personality. The old adage of 'greatness comes from goodness' now has a lot more heft for me.

And so, every day, I try my best to imbibe his greatest qualities as person, in all the little things (going to the gym every day to develop discipline, attempting to make every interaction with others positive). His death, while truly tragic, has given me a marker to eliminate any complacency. It's the sad truth that he didn't see me at my professional and personal peak before he passed away, but that shouldn't hinder me from achieving the most I can. My dad wanted me to make something of myself, settle down and give him grandchildren one day; the sadness of that never coming to fruition makes it that much important to me that my mother sees it one day.

Will kids one day look up to me with the same reverence they looked at my dad? The jury's still out, but I intend to put all my efforts into it. RIP Dad; I hope I live up to your indomitable spirit. ■

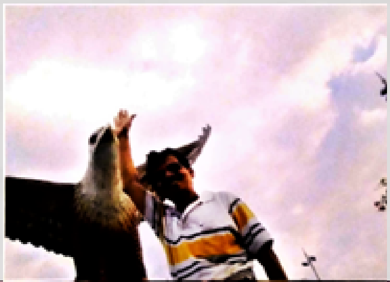

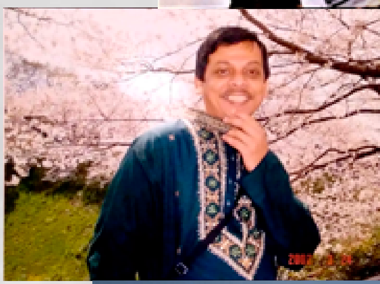

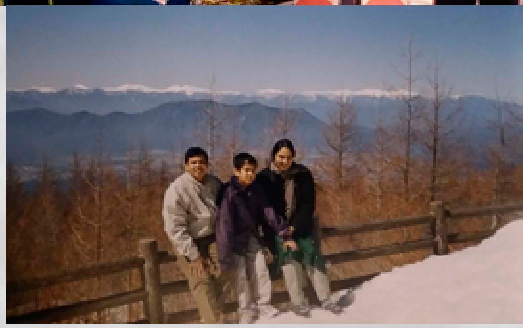

জীবনে যত পূজা হল না সারা, জানি হে জানি তাও হয় নি হারা

- রঞ্জন গুপ্ত

যার কাছে জীবন একটা স্বপ্ন, এবং সে স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য যার প্রচেষ্টা নিখাদ ও নিরলস, অদৃষ্টের লিখনে সেই জীবন যদি অকালে ঝরে পড়ে যায় তবে তা বড়ই বেদনাদায়ক । সবকিছুই কেমন যেন অর্থহীন বলে মনে হয় । ফুল যখন এক এক করে তার পাপড়ি মেলে ধরে, রূপে, গন্ধে যখন তার মাধুরী পূর্ণ বিকশিত হয়, তখন সেই লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণের ভিতর অনায়াসে অনুভূত হয় ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ । কিন্তু সেই ফুল যদি পূর্ণতা প্রাপ্তির আগেই ঝরে পড়ে ধরণীতে তখন দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে ঈশ্বরের লীলা । বারবার মনে হয় সেই জীবনের পরিপূর্ণতার মধ্য দিয়ে নিশ্চয় সৃষ্টি হত প্রেরণার আর এক নতুন ইতিহাস ।

ভোলানাথ পাল, আমাদের সকলের প্রিয় ভোলা ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেল চিরশান্তির অমৃতধামে । প্রখর বুদ্ধিমান, উৎসাহে ভরপুর, নির্মল আনন্দরসে সদাই উৎফুল্ল, এবং বন্ধুবৎসল ভোলা এমনই একটি চারিত্রিক গঠনের মানুষ ছিল যার প্রতি যুগপৎ ভালোবাসা, মমতা ও নির্ভরশীলতার জন্ম নেওয়াটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক । তাই ভোলার সাথে অতি সহজেই সকলের গড়ে উঠেছিল প্রীতি, সৌহার্দ্য, ও নির্ভরশীল বন্ধুত্বের সম্পর্ক । ভোলা কর্মসূত্রে সপরিবার জাপানে আসে ২০০০ সালে এবং ২০০৭ এ ভারতে ফিরে যায় । ভোলা জাপানে আসার অল্প দিনের মধ্যেই ওর সাথে পরিচয় এবং সেই পরিচয় ক্রমশঃ দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে বিশেষত ভোলারই গুণে । অতি অনায়াসে ভোলা জয় করে নিয়েছিল জাপান প্রবাসী বাঙ্গালীদের মন । একটানা কয়েক বছর অঞ্জলি পত্রিকার সম্পাদনা ছাড়াও, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে বাঙালী সমাজের কেন্দ্রবিন্দুতে নিজের স্থান করে নিয়েছিল । জাপান ছেড়ে চলে যাওয়ার পরেও বন্ধুদের সাথে সেই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে ।

ভোলা আমার ভ্রাতৃপ্রতিম ছিল এবং ওর সাথে আমার বন্ধনের সূত্র ছিল একাধিক । আমরা দুজনে মিলে নতুন ব্যবসার স্বপ্ন দেখেছি । একে অপরকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি । ভোলা জাপানে এসে আমাদের বাড়িতে রাত কাটিয়েছে, আমিও ব্যাঙ্গালোরে গিয়ে ওর বাড়িতে উঠেছি । ভোলার আতিথেয়তা ভোলবার নয় । ব্যাঙ্গালোর শহরে যখন গিয়েছি তখন কি অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে আমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছে । বাঙ্গালোরে একটা ফ্ল্যাট কেনার ব্যাপারে ওর কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছি তার জন্য আমি ওর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ।

ভোলার সারল্য আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করত । একটা ছোট গল্প বলি । আমরা অনেকে মিলে একবার সপ্তাহান্তে ছুটি কাটাতে মঞ্জুলিকাদির (মঞ্জুলিকা হানারি) নাসুর বাড়িতে গিয়েছিলাম । ভোলাও সপরিবার গিয়েছিল । সন্ধ্যেবেলায় ওর ইচ্ছে হল কাছের ওনসেনে যাবে স্নান করতে । ও জিজ্ঞাসা করতে লাগল সঙ্গে কে কে যাবে । আর কেউ ইচ্ছে প্রকাশ না করাতে ও আমাকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে লাগল । আমি রাজী হয়ে গেলাম । ও গাড়ী চালিয়ে নিয়ে গেল । সমস্যাটা হোল ওখানে পৌছানোর পর । হঠাৎ করে আমার সামনে বিবস্ত্র হওয়ার লজ্জাটা তখন অনুভব করতে শুরু করল । শেষ পর্যন্ত এই রফা হোল আমরা একসাথে এক চৌবাচ্চায় ঢুকবো না যাতে করে আমরা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন না হই ।

আর একটা গল্প মনে পড়ছে । একবার আমরা জাপানের একটা এগজিবিশনে যোগদান করি । Indian Pavillion এ আমাদের বুথ । তিনদিন ধরে চলল সেই এগজিবিশন । এই অনুষ্ঠানে ভারত থেকে আসা অন্য সব বুথেদের লোকজনদের সাথে ভোলা এমন আলাপ জমিয়ে ফেলল যে ওকেই সবাই নেতা বলে মেনে নিল । ও তখন আর শুধু নিজের বুথের জন্যই যে লোক ডাকাডাকি করছে তাই নয় আশপাশের অন্যান্য ভারতীয় বুথের জন্যেও একই কাজ করতে লাগল । সবাই খুব খুশি । এমন উদার লোক কি সহজে পাওয়া যায়?

ভোলার ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবনে অনেক সাফল্য এসেছে । সেইসব সাফল্য কখনও ভোলাকে নিজস্ব মৌলিক গুণের থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি । আবার কখনও হতাশাব্যঞ্জক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও প্রবল আত্মবিশ্বাসের জোরে ঘুরে দাঁড়িয়েছে । সর্বোপরি ভোলা ছিল শিশুসুলভ সারল্যের প্রতিমূর্তি যা ভোলাকে সকলের থেকে স্বতন্ত্র করেছে ।

ঈশ্বর ভোলার স্ত্রী সুস্মিতা এবং একমাত্র সন্তান শৌভিককে এই অপূরণীয় শোক সহ্য করবার ক্ষমতা দিন, কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি । শৌভিক, ভোলা ও সুস্মিতার সুযোগ্য সন্তান । তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভোলার পরম্পরা শৌভিকের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হবে এবং পুরণ হবে সকল স্বপ্ন ।

ভোলার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি ।।

Digital Exhibition At Tokyo

না- ভোলা কথা

- জয়ন্ত সিনহা

এক একজন মানুষ মনের ভিতরে এমন এক ছাপ ফেলে যায় যে তার কথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না । আমাদের ভোলা ছিল এমনই এক চরিত্র ।

2001 সালের জুলাই মাস । আমার স্ত্রী, পাপিয়া ও আমাদের দুই মেয়েকে নিয়ে আমি তখন চাকুরি সূত্রে সদ্য কলকাতা থেকে টোকিও এসেছি । নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ, তার ওপর অজানা ভাষার ব্যবধান । আস্তে আস্তে সবার সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে ভারতীয় দূতাবাসের আধিকারিক ও শহরের অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে । ওদের মুখে জানতে পারলাম যে টোকিওতে বাংলাভাষী দের একটি সক্রিয় সমিতি রয়েছে, বেঙ্গলি এসোসিয়েশন অফ টোকিও জাপান (BATJ), যার সদস্যরা বিশ্বের ও বহির্বঙ্গের অন্যান্য জায়গার মতো জাপানের রাজধানীতেও প্রতি বছর দুর্গাপূজো ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকেন । আলাপ হল BATJ এর উদ্যোক্তাবৃন্দ, শ্যামলদা ও রীতা কর, রন্জন ও রুমা গুপ্ত, করবীদি, সুদেবদের সঙ্গে, যাদের উৎসাহে ও পরিশ্রমে সেই আশির দশক থেকে এই সমিতির পথ চলার শুরু । ওদের সস্নেহ আহ্বানে কখন যে আমরাও BATJ এর সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়লাম তা আর এখন মনে নেই ।

এ রকমই এক অনুষ্ঠানে ভোলার সঙ্গে আমার আলাপ । ওর সহজ সুন্দর ব্যবহার, সদা হাস্যময় মুখ ও প্রাণোচ্ছল স্বভাব, ভালো না লেগে উপায় নেই । ভোলার একটা সহজাত প্রতিভা ছিল, মানুষজনদের ও খুব তাড়াতাড়ি আপন করে নিতে পারতো । নতুন আলাপেও মনে হতো কতদিনের পরিচয় । অতটাই ভালো লেগেছিল ওর স্ত্রী, সুস্মিতা আর ওদের ছেলে চিন্কুর সাথে কথা বলে । ওরা ছিল একটা হাসিখুশি পরিবারের জলজ্যান্ত উদাহরণ । স্বামী-স্ত্রীর অতিথিবৎসলতার পরিচয় পাওয়া যেত ওদের আজাবু জুবানের বাড়িতে আড্ডার আসরে । ভোলা হাসি-মস্করা আর শোরগোল করতে খুব ভালো বাসত । কিন্তু কাজের সময় একেবারে উল্টো, নিঃশব্দে কাজ করত । BATJ এর যে কোন কাজেই ভোলা এগিয়ে আসত । স্বামী মেধসানন্দ মহারাজের জুশির আশ্রমের কালীপুজোর অনুষ্ঠানেও ভোলার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকত ।

উপরে BATJ সঙ্গে জড়িত যাদের নাম করেছি, এছাড়াও আমাদের সমকালীন টোকিওতে আর যাদের পেয়েছিলাম, -শৌভিক, শতরূপা, দেবাশিস, নিবেদিতা, পুলক, পাপিয়া, সমুদ্র, মৌসুমী, বিশ্ব, ভাস্বতী, তথাগত, সৌগতা, রন্জন দাস দেব, অবন্তিকা, অলর্ক, বাবলি (বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে ও আর আমাদের মধ্যে নেই), শ্যাম, সুলতা, সন্জীব, মিতা, অনির্বাণ, শ্রাবণী, সুদীপ্তা, ইন্দ্রনীল, মন্জুলিকাদি, সমরেশ ধর, ও আরো অনেকে (যাদের আলাদা ভাবে নাম করতে পারলাম না) - তাদের কথাও ভোলার প্রসঙ্গে মনে আসছে । সবার সঙ্গে আড্ডায়, গানে, গল্পে, অত্যন্ত আনন্দে চারবছর কাটিয়ে 2005 সালের শেষের দিকে আমরা ভারতে ফিরে এলাম । ভোলারাও বোধহয় ঐরকম সময়েই জাপানের পাট গুটিয়ে ব্যাঙ্গালোরে ফিরে এল ।

তারপর বেশ কিছু দিন ভোলার সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না । আমরা দুজনাই নিজেদের জীবন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম । ক্বচিত্ কদাচিত্ ফোনে কথা হত । 2010 সালে আমি মুম্বাই চলে আসার পরে ভোলার সঙ্গে আবার নতুন করে যোগাযোগ গড়ে ওঠে । ভোলা তখন ঠিক করেছে আর চাকরি নয়, নিজে কিছু করতে হবে । এ বিষয়ে প্রায়ই আমাদের কথা হত । ইতিমধ্যে ভোলা 'সৃষ্টি' নামে তার নিজের প্রতিষ্ঠান তৈরি করে ফেলেছে যার ঠিকানা ছিল বাঙ্গালোরের Indian Institute of Information Technology (IIIT)র Innovation Centre. ভোলা যখনই মুম্বাই আসত আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করত আর ওর কাজের বিষয়ে নানান আলাপ আলোচনা করত । আমিও কাজের সুবাদে ব্যাঙ্গালোর গেলে ভোলার বাড়ি ও অফিস গিয়েছি । ওর সাথে রামকৃষ্ণ মঠ, লালবাগ আর টিপুর সামার প্যালেস ঘুরে বেড়াবার স্মৃতি মনে গেঁথে আছে । এখানে জানিয়ে রাখি ভোলার প্রতিষ্ঠান 2015 সালে one of the top 10 innovative company for Digital India হিসেব ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি লাভ করেছিল । ওর কাজকর্ম ভালোই এগোচ্ছিল । সৃষ্টির তৈরি যন্ত্রটি - যার নাম দিয়েছিল PayHind- 2017 সালের শেষের দিকে বাজারে আসার অপেক্ষায় ছিল ।

এ বছরের গোড়ার দিকে ভোলা ওর হঠাৎ অসুস্থ হবার কথা জানাল । হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে ছাড়া পেয়ে বাড়ি থেকেই কাজকর্ম করছিল তখন । ওর কাছ থেকে শেষ বারের মতো 26শে জানুয়ারি একটা মেসেজ পেয়েছিলাম । তার কিছু দিন পরেই ভোলা আকস্মিক ভাবে আবার অসুস্থ হয়ে কিছু বুঝে উঠবার আগেই সবাইকে ছেড়ে চলে গেল ।

BATJএর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কাছে এ বছরটা সত্যিই খুব দুঃখজনক । ভোলার চলে যাওয়ার কিছু পরেই আমরা আমাদের সবার প্রিয় করবীদিকে হারিয়েছি । তবে দুঃখ করব না; কেননা চোখ বন্ধ করলেই ওদের হাসি মুখের কথাই মনে পড়ে । আমরা সে ভাবেই ওদের মনে রাখব । " .... ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা, সে কি ভোলা যায়!"

Rememberance

- Ranjan Dasdeb

Back in the year 2000 summer I met Bhola at the Vivekananda Birth Anniversary and instantly became family friends. To be honest, I have never met a guy so humble, honest, gentle, humorous and a charming personality who was also one of the the Director of the then Motorola, Japan.

Afterward, during his five years of tenure in Tokyo, he was also a dedicated member of BATJ, rendering his apartment at Moto Azabu for numerous meetings and parties and was active in various capacities. Most surprisingly, he was also shown his prowess as a drama actor by performing in a drama during the BATJ Durga Puja. Bhola was liked by our senior as well as junior members of BATJ by his modest and charming behavior.

One instance I should share as I have personally involved was, after he left for India, I happened to have a business trip to Bangalore. I was seeking his advice for a hotel nearby to his residence but he was adamant and rather forced me to stay in his residence instead. Such was his personality.

Finally, we will never forget the presents he brought for all the contemporary members and their family members of BATJ each time he visited Japan afterwards.

No words to console Sushmita, Shoubhik and other bereaved family members for the early demise of our true friend.

May his soul rest in peace.

My Memory and Friendship with Pal-san

- Yukio Takeyari

I met Mr. BN Pal (I call him Pal san in Japanese way) in Bangalore about 10 years back and became a very good friend since then.

In 2008, I was transferred to Bangalore as Managing Director of Sony India Software Centre. At that time, Pal san was a senior executive management of Indian IT company and responsible for Sony project. It was the beginning of our relationship. He was very much respected and appreciated by Sony team because he knows how to work with Japanese and Japanese company from his past experience to work in Japan as Managing Director of Motorola Software.

Apart from business relationship, I and Pal san was actively supporting IJCCI (Indo Japanese Chamber of Commerce and Industry-Karnataka) activities to promote India-Japan partnership. We participated various events together.

Later, Pal-san started his own company, so called "Technology Startup" at the incubation center of IIIT Bangalore. I was invited to visit there and discussed about his idea. He was very much excited about his business.

At the end of 2015 after staying in Bangalore for 7 years, I came back to Japan and retired from Sony. But, our relationship continued.

In 2016, Pal san's company was selected by Japanese government and invited to Japan for the presentation at CEATEC 2016 event. He asked me to support his presentation, so that Japanese audience can understand easier. We exchanged various ideas by Skype and e-mail. Actually, he did a very good presentation. During his stay in Japan, Pal san invited me to Druga Puja Festival which was held in Tokyo. I joined, and I enjoyed a lot because I remember various exciting festival I participated in India.

Even after coming back to Japan, I'm visiting Bangalore a few times a year.

I always meet him with prior appointment or without any appointment. In October last year, I visited Bangalore to participate some IT event. I could not inform Pal san about my visit in advance. But, I met him at the event really by chance. When he found me, he was very friendly and cheerful as usual. It was my last interaction with him.

I'm very shocked and very sorry to know Pal san passed away quite suddenly. I believe that my memory and friendship with Pal san will be forever. I pray that his soul may rest in peace. My condolences go to the whole family.

Pal san, thank you so much.

At Tokyo Durga Puja

20130920 IJCCI Seminar with Pal-san

20160512 with Pal-san and Gupta-san